দৈনিক জনকণ্ঠ
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ৮

দাবি আদায়ে শিক্ষকরা অনড়, সরকারের অজুহাত আর্থিক সীমাবদ্ধতা

মোশতাক আহমেদ ॥ তিন শ' কোটি টাকার অভাবে ধর্মঘট আহ্বানকারী দেশের প্রায় পাঁচ লাখ বেসরকারী শিক্ষক কর্মচারীর প্রত্যাশিত দাবি পূরণ হচ্ছে না। সরকার বলছে শিক্ষকদের দাবির ব্যাপারে তারা অবগত থাকলেও আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে তা মানা কঠিন। জবাবে ধর্মঘটি শিক্ষকরা বলছেন, একমুখী শিক্ষার মতো একটি ধ্বংসমুখী শিক্ষাব্যবস্থার জন্য সরকার পাঁচ শ' কোটি টাকা গচ্ছা দিতে পারে, শিক্ষক কর্মচারীর জন্য টাকা যোগাড় করতে পারে না, এটা মানা যায় না। আসলে সরকার আন্তরিক হলেই দাবি মানা সম্ভব। ধর্মঘট প্রত্যাহার করে আলোচনার সরকারী প্রস্তাবের জবাবে শিক্ষকরা বলছেন আগে দাবি পূরণের ঘোষণা, তারপর আলোচনা। দাবি পূরণ না হলে এবার পরিস্থিতি যে ভয়াবহ আকার ধারণ করবে এটা অনুমেয়। কারণ শিক্ষকরা স্পষ্টই বলেছেন যে কোনভাবে হোক তাঁরা দাবি আদায় করেই এবার ঘরে যাবেন। সরকার সমর্থক ও সরকারবিরোধী শিক্ষক সংগঠনগুলো বুধবার বৈঠক করে যুগপৎ আন্দোলন চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

তবে শিক্ষকদের দাবি দাওয়ার বিষয় নিয়ে আজ বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, শিক্ষা সচিব এবং

আজ তিন সচিবের বৈঠক

অর্থ সচিবের মধ্যে বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। এই বৈঠকে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত আসার সম্ভাবনা রয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছে, পুরোপুরি না হলেও সামান্য দাবি মানার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হতে পারে এই সভায়।

বেসরকারী শিক্ষক সংগঠনের অবিরাম ধর্মঘটে প্রায় পঁচিশ হাজার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে বেহাল অবস্থা শুরু হয়েছে। সেই সঙ্গে প্রায় দেড় কোটি শিক্ষার্থীর পড়াশোনাও বন্ধ হয়ে

(৩ পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

দাবি আদায়ে শিক্ষকরা

(১২-এর পাতার পর)

গেছে। বুধবার থেকে শুরু হওয়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়স্থ অনার্স প্রথম বর্ষ পরীক্ষা থেকে শিক্ষকরা বিরত থাকার কথা থাকলেও শেষে উপাচার্যের অনুরোধে তাঁরা পরীক্ষা নেন। ধর্মঘট আহ্বানকারী শিক্ষক সংগঠনগুলো তাদের দাবির সমর্থনে দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ করেছে। কারিগরি কলেজ শিক্ষক সমিতি মুক্তাঙ্গনে মিছিল সমাবেশ করেছে। সমিতির সভাপতি এমএ সাত্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তৃতা করেন অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ, মোহাম্মদ আলী চৌধুরী প্রমুখ।

শিক্ষকদের দশ ভাগ বেতন বাড়ানোর দাবিটি দীর্ঘদিনের। আজকের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বিরোধী দলে থাকাকালীন একাধিকবার এই দাবি মেনে নেয়ার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তাদের নির্বাচনী ইস্তেহারেও বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু ক্ষমতার প্রায় পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হলেও দাবি পূরণ না হওয়ায় শিক্ষকরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। তাদের সমর্থক শিক্ষকরা পর্যন্ত রাস্তায় নামেন। এবারের বাজেটে দাবি পূরণের ঘোষণা না আসায় সব ক'টি শিক্ষক সংগঠন এক সঙ্গে ধর্মঘটের মতো কর্মসূচী ঘোষণা করে মাঠে নামে। সরকার শিক্ষকদের এই দাবিটিকে খাটো করে দেখার চেষ্টা করলেও শিক্ষকরা বলছেন এটা তাঁদের ন্যায্য দাবি। এই দাবি সরকারকে মানতে হবেই। ন্যায্য বলেই তারা দাবি মানার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।

শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, পর্যায়ক্রমেই দাবি বাস্তবায়ন করা হবে। অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদের নেতৃত্বাধীন জাতীয় শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্ট এই বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন, গত সাড়ে চার বছরের মতো মিথ্যা আশ্বাস ও অসত্য বক্তব্য শিক্ষক কর্মচারীরা আর শুনতে চান না। তাঁরা চান অবিলম্বে দাবি বাস্তবায়নের সরকারী প্রজ্ঞাপন। দাবি বাস্তবায়ন ছাড়া শিক্ষামন্ত্রী ও সরকারের দালালেরা কোন প্রকার ছলচাতুরী করে রেহাই পাবে না। ফ্রন্টের সমন্বয়কারী অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা বলা হয়। এতে আরও বলা হয় সরকারের যেখানে উচিত ছিল নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি মোতাবেক দশ ভাগ বর্ধিত বেতন বাড়ানো, সেখানে নিজেই নানা প্রতারণামূলক পন্থায় বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের কাছ থেকে গত সাড়ে চার বছরে তিন হাজার কোটি টাকা কেড়ে নিয়েছে। এখন বলছে টাকার জন্য দাবি মানা সম্ভব হচ্ছে না।

এ বিষয়ে শিক্ষক কর্মচারী ঐক্য পরিষদের অন্যতম নেতা প্রফেসর এম এ বারী বলেন, একমুখী শিক্ষার মতো একটি ধ্বংসমুখী শিক্ষাব্যবস্থার জন্য সরকার পাঁচ শ' কোটি টাকা গচ্ছা দিতে পারে সেখানে মানুষ গড়ার কারিগর প্রায় পাঁচ লাখ শিক্ষক কর্মচারীর জন্য সরকারের টাকার সমস্যা হয়ে যায় এটা মানা যায় না। সরকার আন্তরিক হলেই দাবি মানা সহজ।

সরকার সমর্থক শিক্ষক কর্মচারী ঐক্য জোটের (শরিফুল) নেতা অধ্যক্ষ মাজহারুল হান্নান বলেন, এবার আর কোন টালবাহানায় কাজ হবে না। দাবি পূরণ করেই শিক্ষকরা ঘরে ফিরবেন। স্বাভাবিক পথে দাবি পূরণ না হলে শিক্ষকরা ভাল করেই জানেন কিভাবে দাবি আদায় করতে হবে। তিনি শিক্ষামন্ত্রীর তীব্র সমালোচনা করে বলেন, এই লোকটির কারণেই শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংস হতে চলছে। আগে ধর্মঘট প্রত্যাহার, পরে দাবি পূরণ নিয়ে আলোচনা— শিক্ষামন্ত্রীর এই বক্তব্যের জবাবে তিনি বলেন, ধর্মঘট রেখেই আলোচনা হতে পারে। আলোচনাও আন্দোলনের একটি পার্ট। সরকার প্রতিশ্রুত দশ ভাগ বেতন বাড়ানো না হলে সরকারকেই চড়া মূল্য দিতে হবে।

জাতীয় শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্ট নেতা অধ্যাপক আসাদুল হক বলেছেন, দাবি পূরণ না হলেও আরও কঠোর কর্মসূচী দেয়া হবে। তিনি জানান, ধর্মঘটের পাশাপাশি আগামী ১৮ জুলাই সকল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অফিস এবং ২০ জুলাই জেলা প্রশাসকের কার্যালয় অবরোধ করা হবে। প্রয়োজনে আরও কঠোর কর্মসূচী দেয়া হবে।

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস শিক্ষা এ্যাসোসিয়েশন শিক্ষকদের দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়েছে।